সংবাদ

তারিখ ... 8 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

সরকারি টিটিসিতে আসন শূন্য

সাইনবোর্ডসর্বস্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ভিড় বাড়ছে

রাকিব উদ্দিন

মানহীন ও সাইনবোর্ড সর্বস্ব বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে বিএড কোর্সে প্রার্থীর ভিড় বাড়ছে। কিন্তু সব ধরনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ কোর্সে পর্যাপ্ত প্রার্থী পায়নি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলো (টিটিসি)। ২০১২ শিক্ষাবর্ষে দেশের ১৪টি সরকারি টিটিসিতে মোট শূন্য আসন ছিল সাত হাজার ২১৫টি। অথচ ভর্তি হয়েছে মাত্র দু'হাজার ৭০১ প্রার্থী। এবার চার হাজার ৫১৪টি আসন শূন্য আছে এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর শতকরা হার মাত্র ৩৭ শতাংশ। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে সরকারি টিটিসিতে ভর্তি হয়েছিল তিন হাজার ৬৯৫। ভর্তির শতকরা হার ছিল ৫১ ভাগ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর শফিকুর রহমান 'সংবাদ'কে বলেন, কেবল টাকার বিনিময়ে বিএড (ব্যাচেলর অফ এডুকেশন) সনদ লাভের জন্য প্রার্থীরা বেসরকারি টিটিসিতে ভর্তি হন। এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে ক্লাস করতে হয় না, সময় ব্যয় করতে হয় না এবং প্রশিক্ষণের কোন চাপ বা টিচিং প্রাকটিস নেই। কিন্তু সরকারি টিটিসিতে ভর্তি হলে প্রার্থীদের এক বছরের বিএড কোর্সে কমপক্ষে ১২ শ' ঘণ্টা বা ৪৮ সপ্তাহ ক্লাস করতে হয়। জানা গেছে, সরকারি ও বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার বিএড প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের পার্শ্ববর্তী জেলার সরকারি টিটিসি থেকে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে বিএড কোর্স সম্পন্ন করতে ২০১০ সালের ২৩ নভেম্বর সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছিল মাউশি। তবুও নির্দেশ অমান্যকারী শিক্ষকদের সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৬

সরকারি : টিটিসিতে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বেতনভাতা বন্ধেরও হুমকি দিয়েছিল মাউশি। কিন্তু শিক্ষকরা এ নির্দেশন আমলে নেননি এবং মাউশিও কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে ১০৬টি বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ আছে। এরমধ্যে ৩৬টি লাল তালিকাভুক্ত। বাকি ৭০টি কলেজের মধ্যে ১০/১৫টির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মোটামুটি সন্তোষজনক। অন্যগুলোতে নেই ন্যূনতম অবকাঠামো, প্রশিক্ষক এমনকি প্রশিক্ষণের নির্দিষ্ট কোন সময়সূচিও নেই। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই একজন বা দু'জন মাত্র ব্যক্তি পরিচালনা করছেন। অন্যদিকে একটি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে কমপক্ষে শিক্ষক আছেন ৩৩ জন। কিন্তু এগুলোতে প্রয়োজনীয় বিএড প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি এমপিওভুক্ত স্কুলের শিক্ষকদের জন্য সরকারি টিটিসি থেকে বিএড কোর্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলেও শিক্ষকরা তা অনুসরণ করছে না। শুধু অর্থের বিনিময়ে সনদ লাভের জন্য তারা লাল তালিকাভুক্ত ও বাণিজ্যিক মনোবৃত্তিতে গড়ে উঠা বেসরকারি টিটিসিতে ভর্তি হচ্ছে।

মাউশি জানায়, বেসরকারি টিটিসির কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা অবৈধভাবে পরিচালিত টিটিসির মালিকদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিয়ে এগুলোকে টিকিয়ে রাখছে। ফলে অধিকাংশ বেসরকারি টিটিসিই এখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এমনকি নীতিমালা অনুসরণ না করা, প্রশিক্ষণ না দিয়ে অর্থের বিনিময়ে সনদ প্রদান, অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকা এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অদক্ষতার অভিযোগে ২০১০ সালের ৬ এপ্রিল ৩৮টি বেসরকারি বিএড কলেজকে লাল তালিকাভুক্ত করেছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এরমধ্যে দু'টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে মালিকরা। ৩৬টি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এসএম আবু রায়হান গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে ৩৬টি বেসরকারি টিটিসি কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জোরালো আইনি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তিনি জানান, লাল তালিকাভুক্ত টিটিসির বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করেছেন। সরকারি টিটিসির বর্তমান অবস্থা : মাউশি জানায়, ২০১২ শিক্ষাবর্ষে বিএড কোর্সে শুধু ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ শূন্য আসনের সমান অর্থাৎ ৬০০টি আসনেই প্রার্থী পেয়েছে। অন্যদের মধ্যে ময়মনসিংহ টিটিসিতে (সহশিক্ষা) ৬০০ শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৩৫২ জন ও একই জেলার মহিলা টিটিসিতে ৫৫০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৮৬ জন। রাজশাহী টিটিসিতে ৬০০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ২৭০ জন, রংপুর টিটিসিতে ৬০০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৩০৭ জন, খুলনা টিটিসিতে ৬০০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১৫৭ জন, যশোর টিটিসিতে ৫৫০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১৯১ জন, কুমিল্লা টিটিসিতে ৬০০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১১৪ জন, চট্টগ্রাম টিটিসিতে ৬০০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১৭৯ জন, ফেনী টিটিসিতে ৫৫০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৫৫ জন।

বরিশালের শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ৩২৫টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১৬১ জন, সিলেট টিটিসিতে ৩৪০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৬৫ জন, ফরিদপুর টিটিসিতে ৩৫০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৬১ জন এবং পাবনা টিটিসিতে ৩৫০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১০৩ জন।